সুখেন দাসের

ক্ষণিক

রঙিন

কুঁড়িতেই ঝরে পড়া দুটি কিশোর প্রাণের জীবন গাথা

কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য
পরিচালনা :
সুখেন দাস

সংগীত :
অজয় দাস

গীতিকার :
গুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ-পরিকল্পনা :
বিজয় দে

প্রধান সম্পাদনা :
রমেন ঘোষ

প্রচার পরিকল্পনা :
প্রণব বসু

স্থিরচিত্র : **স্টুডিও বলাকা**

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
ডাঃ সরোজ গুপ্ত
(সি. আর. আই.)

এস. ডি. ফিল্মস্ নিবেদিত :

স্মৃতি

অকালে যাকে হারিয়েছি সেই
প্রদীপ খাঁ-এর
স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

নেপথ্যকণ্ঠে :
কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, আরতি মুখার্জী,
অজয় দাস, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, পরিমল ভট্টাচার্য

চিত্রগ্রহণ-সহকারী :
জয় মিত্র, বিমল চৌধুরী, অমূল্য দাস, শান্তি দত্ত

প্রধান-সহকারী-পরিচালনা :
সুধীর চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজনা
রজত দাস
পিয়া দাস

শিল্প নির্দেশনা :
সূর্য চট্টোপাধ্যায়

রূপসজ্জা :
মনোতোষ রায়,
পাঁচু দাস, ভীম নস্কর

কেশবিন্যাস : **কল্পিতা বোস**

নৃত্য-পরিকল্পনা :
হাবিবা রহমান

প্রধান কর্মসচিব :
সুখেন চক্রবর্তী

প্রচার অলংকরণ : **রূপায়ণ**

প্রাথমিক প্রচার : **তপন রায়**

কর্মাধ্যক্ষ :
প্রণব কুমার বসু

দক্ষ সহকারী-পরিচালক : তপন চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে বাংলার কলাকুশলীরা মর্মাহত

ফাইট মাস্টার : সুখদেব শেঠী, কলিকাতা ব্যবস্থাপনা : পাঁচুগোপাল দাস সাজসজ্জা : নিমাই দাস, কানাই দাস, সরযূ পাল, সুশান্ত দাস সম্পাদনা : শেখর চন্দা পরিচয় লিখন : নিতাই ব... দুলাল সাহা শব্দগ্রহণ : রঞ্জিত দত্ত সঙ্গীত গ্রহণ : দুর্গাদাস মিত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এইচ. এফ. সির কর্মচারিবৃন্দ, আই. এস. আই. হরগোবিন্দ পান্ডিয়া, ও. আই. কর্পোরেশনের কর্মচারিবৃন্দ, ঈশ্বরপ্রসাদ. ঘনশ্যাম কানাই, দেবেন জয়সোয়াল, অর্চনা দাস, দিলীপ খাঁ

সহকারিবৃন্দ

সঙ্গীত পরিচালনা : সমীর খাশনবীস, আশিস রায়, সুনীল মজুমদার শিল্পনির্দেশনা : অনিল পাইন, রাম ভট্টাচার্য, লক্ষণ ফাইট : বিক্কি বর্মণ ব্যবস্থাপনা : প্রবীর গাঙ্গুলী, শংকর, কেষ্ট, কার্তিক সম্পাদনা : শ্যামল দাস শব্দগ্রহণ : বিনোদ সঙ্গীত গ্রহণ : ভোলা সরকার, গজেন পরিধা, পাঁচু ঘোষ

সঙ্গীতানুলেখন : বম্বে ল্যাব্ স্কোরিং থিয়েটারের আর. পি. শর্মা কর্তৃক গৃহীত ফিল্ম সেন্টার ল্যাব-এ পরিস্ফুটিত

আলোকসম্পাত :

সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, বেণুধর বিসওয়ান, গোবিন্দ হালদার, মধু গোস্বামী

বিশ্ব-পরিবেশনা :
চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

বিরাট ধনী ব্যবসায়ী চন্দ্রনাথ। তাঁর একমাত্র কন্যা তিথি। কো-এডুকেশন কলেজে পড়ে সে। একদিন কলেজের এক ছাত্র পল্টু তিথিকে অপমান করতে গেলে, তিথিরই এক সহপাঠী মিলন সেই অপমানের হাত থেকে তাকে বাঁচায়। এ ঘটনায় কৃতজ্ঞ হয় তিথি। এরপর থেকেই দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় জীবন-পথে একসাথে চলার।

হঠাৎই চন্দ্রনাথবাবু পল্টুর এক বন্ধুর ফোন মারফৎ জানতে পারেন তিথি ও মিলনের মেলামেশার খবর। তিনি মিলনকে দেখতে আগ্রহী হন। মেয়েকে বলেন তার একটি ছবি আনতে। কিন্তু তিথি বাবাকে আশ্বাস দেয় যে ছবি নয়, স্বয়ং মিলনকেই সে তাঁর কাছে নিয়ে আসবে। একদিন নিয়ে আসেও সে। চন্দ্রনাথ মিলনকে শেষ পর্যন্ত মারধোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন যখন মিলন চলে যাচ্ছে সেই সময় তার পকেট থেকে একটি ছবি পড়ে যায়। ছবিটি দেখে চমকে যান চন্দ্রনাথ। মিলনকে মাঝখানে রেখে মিলনের বাবা বিভাস এবং চন্দ্রনাথের স্ত্রী সুমিতা। মনে পড়ে যায় চন্দ্রনাথের, তিনি ঐ একই ছবি তাঁর স্ত্রী সুমিতার আলমারিতেও দেখেছেন। তখন বুঝতে পারলেন, তাঁর স্ত্রী সুমিতার পূর্ব প্রেমিক বিভাসের ছেলেই হল মিলন। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে চন্দ্রনাথ তিথিরও অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

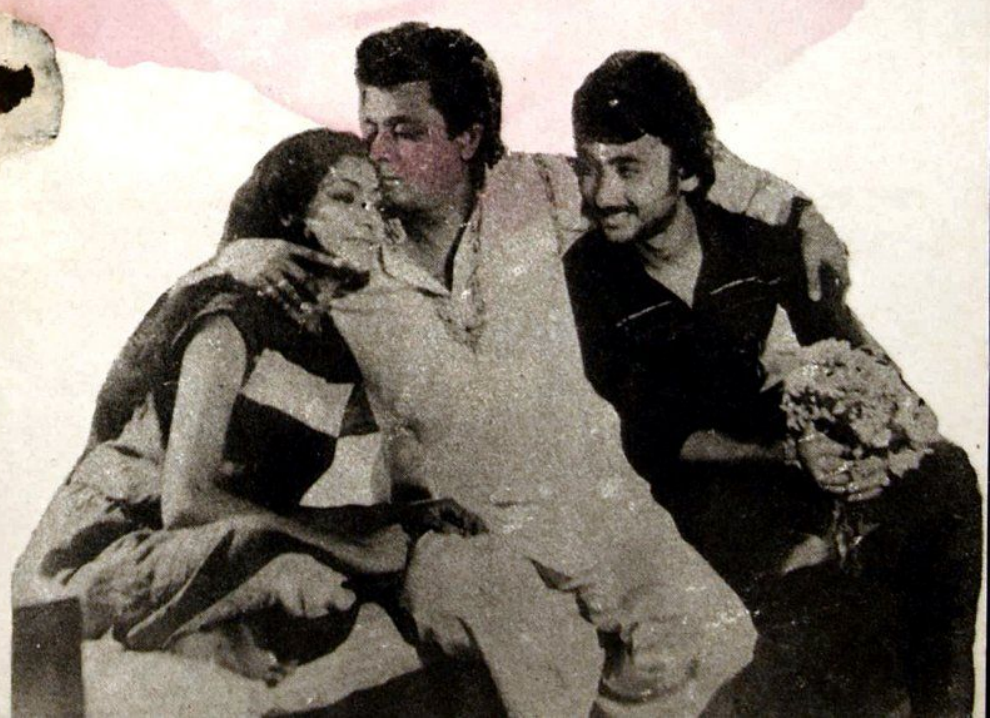

কিন্তু বিয়ের রাতেই মিলন তিথিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। মিলনের বাড়িতে তারা ওঠে না। কারণ আইনতঃ মিলন ও তিথি নাবালক। এই বয়সে তারা একসাথে থাকতে পারে না। তাই মিলনের কাকা সঞ্জয়ের পরামর্শে তারা ঐ বাড়ি থেকেও বেরিয়ে যায়। এদিকে চন্দ্রনাথ বিভাসের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানেন যে তারা সেখানে নেই। সর্বত্র পুলিস তাদের খোঁজ-খবর করছে। ট্রেনে করে যখন মিলন-তিথি অজানার পথে পাড়ি দিচ্ছে পুলিস তাদের পিছু নেয়। তা বুঝতে পেরে তারা ট্রেন থেকেও নেমে পড়ে। হঠাৎ পুলিসের একটি গুলি এসে লাগে তিথির পায়ে। ঐ অবস্থায় একটি খাদের পাশে এসে লুকোয় তারা। পুলিস সেখানে তাদের কোনো রকম খোঁজ না পেয়ে চলে যায়। মিলন ঐ অবস্থায় তিথিকে কোলে করে নিয়ে যায় কাছাকাছি এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তিথিকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারে যে সে মারাত্মক ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে। যা থেকে তাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। এদিকে পুলিস খোঁজ পায় যে তারা ঐ ডাক্তারের বাড়িতেই আছে। একদিন পুলিস সেখানে এসে হাজির হয়। ডাক্তার তাদেরও বলে তিথির রোগের কথা। কিন্তু মিলন এসব জানে না।

পুলিস ইন্সপেক্টরের কাছে তিথির অসুখের কথা শুনে চন্দ্রনাথ যান সেখানে। একসময় তিনি স্থিরও করেন যে মিলনের সাথেই তিথির বিয়ে দেবেন। অবশ্য তাঁর একটি শর্ত ছিল, সেই বিয়ে হবে তিথি সেরে ওঠার পর এবং এই সময়তে তাদের আলাদা থাকতে হবে।

কিন্তু তিথি কি শেষ পর্যন্ত সেরে উঠেছিল? মিলন কি তাকে নিয়ে জীবন-পথে একসাথে চলতে পেরেছিল?

রূপায়ণে

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়,
স্বরূপ দত্ত. কাজল গুপ্ত, সুখেন দাস

শৈলেন মুখার্জী, অরুণ মুখার্জী, রথীন লাহিড়ী,
সুব্রত সেনশর্মা, শম্ভু ভট্টাচার্য (অতিথি)

রজত দাস, শংকর ঘোষ, টুলু রায়, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়,
রাজকৃষ্ণ, অলোক, বিশ্বনাথ. অচীন, মুরলীমোহন
বকুল ধর, দিলীপ, অভিষেক, সি. আর. এন. রাও,
অজিত, রবীন, অনন্ত. প্রবীর, গুণেন, রামাপদ

মিলন—**জয় বন্দ্যোপাধ্যায়**
তিথি—**পিয়া দাস**

সংগীত

(১)

সেই দুটি ফুল ফুটলো আবার
ভরে গেল ফুল বীথি
আবার এলো যে সাধের মিলন তিথি,
পৃথিবীর সীমা যত বড় হোক
তারো বড় এক দেশে
ভালোবাসা দিয়ে আমরা দুজনে
চলে যাই ভালোবেসে
জেনো হারাবে না কিছু সবখানে রবে
চিরদিনই তার স্মৃতি
জীবনে জীবনে আমরা যেমন
একাকার হয়ে আছি
মধুর মরণে তেমন করেই
রয়ে যাবো কাছাকাছি
তাই সব গান থামে থামে না কখনও
আমাদের এই গীতি।

(২)

চুপি চুপি কেন এলে
এতদিন কোথায় ছিলে
কোনো কথা না বলে
চলো যাই দূরে চলে
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বরষায় ভিজে
যায় যত কথা যত গান
ছোট এই ছাতাটায়
আর কত ঢাকা যায়
খুশি খুশি দুটি প্রাণ
ঝড়ের তুফানে কি হবে কে জানে
শাসন বারণ ভেঙে গেলে
চল যাই দূরে চলে
এই মেঘ বিদ্যুৎ রয়ে যাক্ চিরকাল
থামে না যেন এ ঝড়
বেশ হয় যদি পাই মুখোমুখি কাটাবার
ছোট খাটো কোন ঘর
যেখানে দুজনে অঝোর শ্রাবণে
মনের কথাই যাবো বলে।

(৩)

তুমি যেমন আমার
আমি কি তেমন তোমা
পারবোনা হতে কোন দিন
বাঁধলে আমার জীবন
করলে আমায় আপন
ভুলবোনা আমি কোন দিন।
তোমাকে দেখেছি আমি
প্রথম নয়ন মেলে
আমায় জাগাতে তুমি
যেদিন কাছেতে এলে
সে আলো চোখের তারায়
রাখবো আমি চির দিন
তোমাকে পেয়েছি আমি
নিজেকে হারিয়ে ফেলে।
কত যে না শোনা কথা
না বলে শুনিয়ে গেলে
যে কথা কবিতা ক'রে
পড়বো আমি চিরদিন।

(৪)

চেনাতে আর দেরি লাগে
ঝিক্ মিক হীরে ফুল কোনটি
মোর বোনটি।
গোলাপ বনে সবার চেয়ে
টুকটুকে লাল ফুল কোনটি
মোর বোনটি।
ওই যে আকাশের রং
আজ হলো এতো নীল।
ওই যে ভরা নদী জল
তাই হলো ঝিল মিল।
কত যে রঙের
কত যে বাহার
সবচেয়ে সুন্দর কোনটি
মোর বোনটি।
ওই যে পাখিদের ঝাঁক
ওই সোনা রোদ্দুর
ওই যে প্রজাপতি
ওই যে ভ্রমরার সুর
নাচে ঝর্ণা
মেলে ওড়না।
সব চেয়ে সুন্দর কোনটি
মোর বোনটি।

(৫)

সুখেও কেঁদে ওঠে মন
এমন ও হাসি আছে
বেদনা মনে হয়
জলে ভরে দু নয়ন।
বাইরে দেখি মৌন মুখে
কাটে যে সারা বেলা
মনে মনে কত কথায়
দুজনে খেলে খেলা।
পেয়ে হারাবার ভয়ে বারে বার
চলে যায় এ লগন।
স্বপ্ন যারা দেখছে বসে
খোলা চোখে চেয়ে।
স্বর্গে তারা পৌঁছবে ঠিক
স্বর্গ সিঁড়ি বেয়ে।
গভীর দুঃখে অনেক সুখে
সুখী তাই এ দুজনে

(৬)

আর তো নয় বেশি দিন
মিলবো এবার দুজনে
এক মনে এক প্রাণে
কি করে এত ভালোবাসছি
পৃথিবী দেখবে চমকে।
কী ভাবে এত কাছে আসছি
বাতাস দাঁড়াবে থমকে।
সূর্য খবর পেয়ে রইবে শুধুই চেয়ে
অবাক দুটি নয়নে।
দুজনে যে কথা বলবো
শুনবে নীল দিগন্ত
যে অনুরাগেতে রাঙাবো
সে হবে রঙিন বসন্ত
ধন্য হবে যে জীবন
পুণ্য হবে সে মরণ
দুজনার শুভ মিলনে।

চণ্ডীমা ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন

প্রতিধ্বনি

পরিচালনা · প্রভাত রায়

সুর · বাপী লাহিড়ী

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার

হৃষীকেশ মুখার্জীর

মুটি

রেখা · রাজ বব্বর · অমল · সুপ্রিয়া পাঠক

প্রযোজনা · দেবেশ ঘোষ

সুর · বাপী লাহিড়ী